তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৫/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ ইকবাল হোসেন ফোরকান
পিতা-মরহুম আলহাজ্ব এম.এ.ফাত্তাহ্
এ/১. ৭২ নং পুরানা পল্টন লাইন
থানা-পল্টন, ঢাকা-১০০০ ।

প্রতিপক্ষ ঃ ড. মোঃ নূরুন্নবী মৃধা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
স্বাধীনতা ভবন, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০ ।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ২৯-০৫-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী ১১-০১-২০১৬ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ড. মোঃ নূরুন্নবী মৃধা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, স্বাধীনতা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ডাঃ জিন্নাত আরা ইয়াসমিন এর অসৌজন্যমূলক, অনভিপ্রেত ও অপ্রত্যাশিত আচরণ/ব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপে আবেদনকারী অসম্মানীত বোধ করায় ও আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাঁর (ডাঃ জিনাত আরা ইয়াসমিন) এর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও প্রতিকার নিশ্চিত করার জন্য গত ০১-০৯-২০১৫ খ্রীঃ তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট বরাবরে দাখিল করা হয়েছিল। উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে কতিপয় তথ্য প্রাপ্তির জন্যে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গত ১৫-১২-২০১৫ খ্রীঃ তারিখে আবেদন করা হয়েছিল। উক্ত আবেদনের বরাতে ট্রাস্টের পত্র নং- ৪৮.০১.০০০০.৪০৭.০১.০০৯.১৫/৭০৩৯, তারিখঃ ০৪-০১-২০১৬ মাধ্যমে আবেদনকারীর বরাবরে কতিপয় অপ্রত্যয়নকৃত তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে যা যাচিত মতে মূল তথ্যের ফটোকপি নহে এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ধারা ৪ এর উপধারা (৫) অনুযায়ী প্রত্যয়নকৃত নহে বিধায় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত/প্রযোজ্য নহে। তজ্জন্য নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ যথাযথভাবে উক্ত বিধিমালার ধারা ৪ এর উপধারা (৫) অনুযায়ী প্রত্যয়ন সম্বলিত অবস্থায় প্রাপ্তির নিমিত্তে পুনরায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ মোতাবেক অত্র আবেদন করা যাচ্ছেঃ-

ক. আনিত অভিযোগ সমূহের বিষয়ে ট্রাস্টের ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ডাঃ জিন্নাত আরা ইয়াসমিন এর ব্যাখ্যা চাওয়া হলে তিনি যে লিখিত বক্তব্য প্রদান করেছেন তা'র ফটোকপি আবশ্যক;
খ. ট্রাস্টের ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ডাঃ জিন্নাত আরা ইয়াসমিন কর্তৃক অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে যে পাল্টা অভিযোগ করেছেন উক্ত পাল্টা অভিযোগের ফটোকপি আবশ্যক;
গ. স্বাক্ষী হিসেবে ট্রাস্টের ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ডাঃ জিন্নাত আরা ইয়াসমিন এর সরাসরি অধস্তন কর্মচারী (১) মোঃ রফিকুল ইসলাম (বাচ্চু), সহকারী গ্রেড-১, (২) মোঃ ইসমাইল হোসেন (টিপু), ওয়ার্ড বয়, (৩) মোঃ জামাল হোসেন, ওয়ার্ড বয়, (৪) মোঃ আনোয়ার হোসেন (বাবলু) ওয়ার্ড বয় এবং (৫) শ্রী মনোরঞ্জন দাস (কম্পাউন্ডার) গণের স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত স্বাক্ষী/জবানবন্দী সমূহের ফটোকপি আবশ্যক;
ঘ. ট্রাস্টের পত্র নং-৪৮.০১.০০০০.৪০৭.০১.০০৯.১৫/৭০৩৯, তারিখঃ ০৪-০১-২০১৬ মাধ্যমে প্রেরিত ডাঃ জিন্নাত আরা ইয়াসমিন এর বক্তব্যের যে সকল উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে তা ভাক্ত, অসত্য, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও উসকানিমূলক যা'র যথেষ্ট প্রমাণ-যুক্তি আবেদনকারীর কাছে রয়েছে বিধায় উদ্ভুত বিষয়ে দেশের প্রচলিত ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনের আওতায় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে

ডাঃ জিন্নাত আরা ইয়াসমিন এর নিম্নোক্ত তথ্য সমূহ অতি আবশ্যকঃ

(১) বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ডাঃ জিন্নাত আরা ইয়াসমিন এর নির্ভুল পূর্ণ নাম, পিতা'র নাম, মাতা'র নাম, স্বামী'র নাম (যদি থাকে) আবশ্যক';
(২) বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ডাঃ জিন্নাত আরা ইয়াসমিন এর নির্ভুল পূর্ণাঙ্গ বর্তমান, স্থায়ী, অন্য কোন কর্মক্ষেত্র (যদি থাকে) ও প্রাইভেট চেম্বার (যদি থাকে) এর ঠিকানা আবশ্যক';
(৩) ডাঃ জিন্নাত আরা ইয়াসমিন এর জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি অথবা নম্বর আবশ্যক;

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৮-০২-২০১৬ তারিখে জনাব এম. এ. হান্নান, সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা-১০০০ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৭-০৩-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ১০-০৪-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করে ০৫-০৫-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। শুনানীতে অভিযোগকারী হাজির, কিন্তু প্রতিপক্ষ সময়ের আবেদন করে গরহাজির। প্রতিপক্ষ গরহাজির থাকায় ২৯-০৫-২০১৬ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

৫। অদ্য ২৯-০৫-২০১৬ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এর পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব জে কে পাল হাজির।

৬। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আপীল কর্মকর্তা থেকে যথাযথ সময়ে চাহিত তথ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় এবং সরবরাহকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত না হওয়ায় সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি ২৭.০৩.২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপযুক্ত শাস্তি দাবী করেন। তিনি আরো বলেন যে, পরবর্তী সময়ে তিনি যে তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন তাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ অনুযায়ী প্রত্যয়ন করেন নি । ফলে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত পূর্ণাংগ তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন জানান ।

৭। প্রতিপক্ষ এর পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব জে কে পাল, তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগকারীর চাহিত তথ্য স্মারক নং ৪৮.০১.০০০০.১০১.৩৫.১৫৯.১৫/৪২১ তারিখ ২৭-০৩-২০১৬/ ১৩ চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ এর মাধ্যমে বিগত ২৮-০৩-২০১৬ তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রদান করা হয়েছে মর্মে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে তার মক্কেল ড. মোঃ নূরুন্নবী মৃধা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কে অব্যাহতি দানে কমিশনের নিকট প্রার্থনা করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে প্রার্থনা করেন ।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে স্মারক নং ৪৮.০১.০০০০.১০১.৩৫.১৫৯.১৫/৪২১ তারিখ ২৭-০৩-২০১৬/ ১৩ চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ এর মাধ্যমে বিগত ২৮-০৩-২০১৬ তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আংশিক তথ্য প্রদান করেছেন । অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে ডাঃ জিন্নাত আরা ইয়াসমিন এর বর্তমান, স্থায়ী ও কর্মক্ষেত্রের ঠিকানা পাবলিক ডকুমেন্টের অংশ বিধায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও তথ্য প্রাপ্ত সংক্রান্ত বিধিমালা অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহযোগ্য মর্মে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় । তবে তার প্রাইভেট চেম্বার ও জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর তার নিজস্ব ব্যক্তিগত তথ্য যার সাথে তার এই দাপ্তরিক কাজের সম্পৃক্ততা নেই বিধায় তা সরবরাহযোগ্য নয় বলে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেন ।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে চাহিত তথ্যের মধ্যে ডাঃ জিন্নাত আরা ইয়াসমিন এর জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর ও তার প্রাইভেট চেম্বার এর তথ্য ব্যতিত প্রার্থীত অবশিষ্ট তথ্যাদি এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য ড. মোঃ নূরুন্নবী মৃধা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, স্বাধীনতা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ কে নির্দেশনা দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো ।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

কেস নং ৯৫/২০১৬
তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. খুরশীদা সাঈদ এর ভিন্নমত ও রায় ঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (আরটিআই, ২০০৯) মোতাবেক বিচারিক রায় প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহ্যে নেয়া হয়েছে যে, এই আইন নাগরিক স্বার্থে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কিন্তু কোন নাগরিকের ব্যক্তিগত রাগ-ক্ষোভ আক্রোশজনিত কারণে অপর কোন নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য লাভের পন্থা হিসেবে এই মহতী আইন যাতে অপব্যবহার/ অযৌক্তিক ব্যবহার (misuse/abuse) না হয় সেই দিকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী ধারণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয় এবং গত ২৯.০৫.২০১৬ মামলার শুনানী চলাকালে উভয়পক্ষের বাক্য বিনিময়ের ধরণ, ভাষার ব্যবহার, রাগত: দৃষ্টি ও বিতৃষ্ণ অবয়ব যা লক্ষ্য করা গিয়েছে তাতে তাদের সম্পর্কের অবণতি বিষয়ে যে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গিয়েছে, এবং আবেদনকারী জনাব ফোরকান, মুক্তিযুদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট এর প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক তথ্যের পাশাপাশি কর্মরত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য ব্যক্তিজীবন কেন্দ্রিক যে সকল তথ্য চেয়েছেন, সেসব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে এই মর্মে রায় দেয়া যাচ্ছে যে,

যেহেতু, আনীত অভিযোগসমূহ বিষয়ে ডা. জিন্নাতআরা ইয়াসমীন যে লিখিত বক্তব্য দিয়েছেন তা গোপনীয় বিষয় নয়,

যেহেতু, অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে যে পাল্টা অভিযোগ আনা হয়েছে আবেদনকারী তা জানার অধিকার রাখেন,

যেহেতু, ডা. জিন্নাতআরা ও জনাব ফোরকান এর দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক (বচসা) বিষয়ে ট্রাস্টের কর্মচারীবৃন্দের কোন লিখিত বক্তব্য থাকলে তা গোপনীয় বিষয় নয়,

যেহেতু, ডা. জিন্নাতআরা মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা হিসাবে কর্মরত, তার নাম ও পিতা-মাতা, স্বামীর নাম ও পেশাস্থলের ঠিকানা কোন ব্যক্তিগত বা গোপন বিষয় নয়; কিন্তু অপরদিকে তার স্থায়ী ও বর্তমান বসবাসের ঠিকানা তার ব্যক্তিগত বিষয়, এবং এই তথ্যের সাথে তার ব্যক্তিগত জীবনের স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত (আরটিআই, ধারা ৭(জ) ও (ঝ));

এবং যেহেতু, আবেদনকারীর দেওয়ানি ও ফৌজদারী মামলা করার পরিকল্পনার সত্য-অসত্য যাচাই করার অবকাশ ও আবশ্যকতা তথ্য কমিশনের নাই এবং আবেদনকারী অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই বর্তমান ঠিকানা ব্যবহার করবেন কি করবেন না মর্মে কোন নিশ্চয়তা নাই এবং এখানে ব্যক্তির স্বস্তি-শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত, (আরটিআই, ধারা ৭(ঝ))

যেহেতু, ডা. জিন্নাতআরার অন্য কোন কর্মক্ষেত্র বা প্রাইভেট চেম্বার তার নিজস্ব বিষয় এবং কোন গোপনীয় বিষয় নয়;
যেহেতু ডা. জিন্নাতআরার জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি ও নম্বর তার ব্যক্তিগত সম্পদ (আরটিআই, ধারা ৭(জ) ও (ঝ));
সেহেতু,

- অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ডা. জিন্নাতআরার লিখিত পাল্টা অভিযোগের ফটোকপি দিতে হবে,
- জনাব ফোরকান ও ডা. জিন্নাত আরার দ্বন্দ্ব বিষয়ে ট্রাস্টের কর্মচারীবৃন্দের কোন লিখিত বক্তব্য থাকলে, সেসবের ফটোকপি দিতে হবে,
- ট্রাস্টের কর্মকর্তা ডা. জিন্নাত আরার নির্ভুল নাম, পিতা-মাতা-স্বামীর নাম দিতে হবে,
- ডা; জিন্নাতআরার অপর কোন কর্মস্থল বা ব্যক্তিগত চেম্বারের **ঠিকানা ট্রাস্টের জানা থাকলে** তা তার জ্ঞাতসারে ও অনুমোদন সাপেক্ষে দিতে হবে (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা ৫ (ক), (খ), (গ), (ঘ)),
- ডা. জিন্নাতআরার স্থায়ী বা বর্তমান বসবাসের ঠিকানা, নিজস্ব মোবাইল নম্বর তার ব্যক্তিজীবনকেন্দ্রিক বিষয় হওয়ায় তা দেয়া যাবে না, ডা. জিন্নাতআরার জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর তার ব্যক্তি জীবনের একান্ত সম্পদ, সুতরাং তা দেয়া যাবে না।

স্বাক্ষরিত

(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)
তথ্য কমিশনার